খসড়া

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ২০২০

প্রথম অধ্যায় : শিরোনাম ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : (১) এই বিধিমালা 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে প্রেষণে, খন্ডকালীন, দৈনিক ভিত্তিক, আউট সোর্সিং বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ..... তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "বৎসর" অর্থ ১ জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত অর্থ বৎসর;

(২) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন ২০০৪, অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃক কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং উক্ত কর্মকর্তার উর্দ্ধতন কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৩) "কর্মচারী" অর্থ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষনিক কোন কর্মচারী;

(৪) "চাঁদাদাতা" অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোন কর্মচারী;

(৫) "চাঁদা" অর্থ বিপিআই কর্মচারী প্রবিধানমালা এর অধীনে কর্মচারীগণ কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(৬) "ছুটি" অর্থ সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন ধরনের ছুটি;

(৭) "ট্রাষ্টি" অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ৫ এর অধীন গঠিত ট্রাষ্টি বোর্ডের কোন সদস্য;

(৮) "তহবিল" অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ এর বিধি ৩ এর অধীন গঠিত তহবিল ;

(৯) "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ " The Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No-127) of 1972 এ সঙ্গায়িত "Schedule Bank";

(১০) "মহাপরিচালক" অর্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর মহাপরিচালক;

(১১) "নির্ভরশীল ব্যক্তি" অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোন সদস্য, পিতা, মাতা. অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিতা বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে পিতামহ ও পিতামহী;

খসড়া

(১২) "পরিবার" অর্থ-

(ক) পুরুষ সদস্যের ক্ষেত্রে : সদস্যের স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, সন্তান, মৃত পুত্রের সন্তান, বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ। তবে শর্থ থাকে যে, যদি কোন সদস্য প্রমান করিতে পারেন যে, তাহার স্ত্রী আইনগতভাবে তাহার থেকে পৃথক হইয়াছেন বা স্ত্রী যে সমাজে বসবাস করেন উহার প্রচলিত প্রথাগত নিয়মে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি ভরন পোষণ পাইয়াছেন তাহা হইলে সেই সময় হইতে এই বিধিমালার অধীনে তিনি উক্ত সদস্যের পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না;

(খ) মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে : সদস্যের স্বামী, সন্তান, মৃত পুত্রের সন্তান, বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ : তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা সদস্য ট্রাষ্টি বোর্ডের নিকট তাহার স্বামীকে পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য না করিবার জন্য লিখিত আবেদন করিলে এই বিধিমালার অধীনে তিনি উক্ত সদস্যের পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না।

(১৩) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

(১৪) "বোর্ড" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন গঠিত ট্রাষ্টি বোর্ড;

(১৫) "বেতন" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং কর্তৃপক্ষের কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত নির্ধারিত মাসিক বেতন;

(১৬) "মনোনীত ব্যক্তি" অর্থ বিধি-১৫ এর অধীনে মনোনীত কোন ব্যক্তি;

(১৭) "সদস্য" অর্থ তহবিলের কোন সদস্য;

(১৮) "সন্তান" অর্থ বৈধ সন্তান; এবং

(১৯) "সুবিধাভোগী" অর্থ কর্তৃপক্ষের কর্মচারী বা তাহাদের মনোনীত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহারা তহবিল হইতে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায় : তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা

৩। তহবিল গঠন : (১) কর্তৃপক্ষ উহার কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎস সমুহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল' নামক পৃথক তহবিল গঠন করিবে, যথা :-

(ক) বিধি ১০ এর অধীনে কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(খ) বিধি ১১ এর অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত অনুদান;

(গ) বিধি ২১ এর অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনুতোষিক তহবিলে প্রদত্ত জমা;

(ঘ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ; এবং

(ঙ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীনে জমাকৃত অর্থের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

৪। তহবিলে অর্থ জমা, হিসাব রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা : (১) ট্রাষ্টি বোর্ড উভয় তহবিলের অর্থ এইরুপভাবে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আয় হয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাষ্টি বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখিতে বা কোন লাভজনক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৩) বাংলাদেশী টাকায় তহবিলের অর্থ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ইহা বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে। চাঁদা প্রদান ও অর্থের হিসাব পূর্ণ টাকায় করিতে হইবে।

(৪) ট্রাষ্টি বোর্ড কোন স্বীকৃত চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা পূর্বক পৃথক পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি কর্তৃপক্ষ ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবে। নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে উক্ত চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম তহবিলের সকল নথি, খাতাপত্র, কাগজপত্র, হিসাব এবং দলিলাদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায় : ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন, কার্যাবলী ইত্যাদি

৫। ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন : (১) তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) মহাপরিচালক, বিপিআই যিনি পদাধিকারবলে উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), বিপিআই;

(গ) সহকারী পরিচালক (হিসাব), বিপিআই;

(ঘ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত ৯ম গ্রেড বা তদুর্ধ কর্মচারীদের ০১ জন প্রতিনিধি বা ৯ম গ্রেডের নিম্নের কর্মচারীদের ০১ জন প্রতিনিধি; এবং

(ঙ) উপ-পরিচালক (হিসাব) যিনি পদাধিকারবলে উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) (ঘ) এর অধীনে মনোনীত সদস্য প্রথম সভার তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বে তিনি সভাপতি বরাবর পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৬। ট্রাষ্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : ট্রাষ্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ, যথা-

(ক) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের ব্যাংক-হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা এবং উহার যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষণ;

(খ) বিধি ৪ এর বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতি বৎসরের জুলাই মাসে তহবিলের পূর্ববর্তী বৎসরের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(ঙ) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে দাবীসমূহ পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে এই বিধিমালার অধীনে প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাশীঘ্র পরিশোধ; এবং

(ছ) উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৭। বোর্ডের সভা : (১) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৩(তিন) বার বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁহার মনোনীত কোন সদস্য বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য অন্যূন ৪(চার) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, সভায় উপস্থিত সদস্যেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং কোন বিষয়ে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) বোর্ডের সকল সভার কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া কায়বিবরণীতে উক্ত সভার সভাপতি এবং সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহন করিতে হইবে।

৮। ট্রাষ্টিগণের পারিতোষিক : একজন ট্রাষ্টি তহবিল পরিচালনার জন্য কোন পারিতোষিক বা সম্মানী পাইবেন না। তবে, ট্রাষ্টি বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য ট্রাষ্টিগণ অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক নিধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায় : প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল

৯। তহবিল প্রতিষ্ঠা :

(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরনকল্পে এবং এতদসংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের একটি প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল থাকিবে এবং উহা নিম্নরুপ দুইটি অংশে বিভক্ত হইবে, যথা:-

(ক) সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা; এবং

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(২) কোন চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ তাহার নামে একটি নতুন হিসাব নম্বর প্রদান করিবে এবং প্রত্যেকবার চাঁদা প্রদানের সময় উক্ত হিসাব নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে। উক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত অর্থসমূহ জমা হইবে:-

(ক) চাঁদাদাতা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা;

(খ) উপ-বিধি ১১ এর অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ।

(ঘ) উপরোক্ত দফা (ক), (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়।

১০। সদস্যের চাঁদা: (১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তব্যরত থাকা অবস্থায় অথবা প্রেষণ অথবা বৈদেশিক চাকুরীতে থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০%(দশ শতাংশ) অর্থ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে চাঁদা না দেওয়ার জন্য কোন চাঁদাদাতা তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীনে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা-

(ক) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী হইলে, ছুটিতে যাইবার পরে পূর্বেই প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা বাবদ কোন অর্থ কর্তন করিবেন না; এবং

(খ) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী না হইলে, ছুটিতে যাইবার পূর্বেই ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা কর্তন না করিবার জন্য সহকারী পরিচালক (অর্থ) বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(৪) উপবিধি (৩) এর অধীনে কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, চাঁদাদাতা উক্তরুপ কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে চাঁদা প্রদান করিবেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

১১। কর্তৃপক্ষের অনুদান: কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে প্রত্যেক চাঁদাদাতার হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্তে নিম্নোক্ত পরিমান অর্থ অনুদান প্রদান করিবে:

(ক) The Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর Rules ১১(২) অনুযায়ী উক্ত অনুদানের অর্থ চাঁদাদাতার মূল বেতনের ৮.৩৩% (আট দশমিক তিন-তিন শতাংশ) হইবে;

(খ) কোন চাঁদাদাতা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকুরীতে নিযুক্ত হইলে, তিনি কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত থাকিলে যে বেতন পাইতেন, অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে, উহাই তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(গ) কোন চাঁদাদাতা প্রেষণে নিযুক্ত থাকিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং বৈদেশিক চাকুরীতে নিযুক্ত হইলে কর্মচারী নিজে উক্ত অনুদানের অর্থ পরিশোধ করিবেন।

১২। চাঁদার হার নির্ধারণ, ইত্যাদি: (১) কোন চাঁদাদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তাহার চাঁদার পরিমান নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ)। (ব্যাখ্যা: এখানে বেতন বলিতে বিগত ৩০ জুন তারিখে চাঁদাদাতার মূল বেতনকে বুঝাইবে); তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা ঐ সময়ে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে, কর্মে যোগদানের তারিখের মূল বেতনে তাহার তোহার বেতন হিসাবে ধরা হইবে;

(আ) চাঁদাদাতা উক্ত তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকুরীতে কর্মরত থাকিলে অথবা ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা কর্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি কর্তৃপক্ষে থাকিলে তাঁহার যে মূল বেতন হইত তাহাই তাঁহার বেতন হিসাবে ধরা হইবে;

(ই) চাঁদাদাতা ৩০ জুনের পরবর্তী কোন তারিখে প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, তহবিলে যোগদানের তারিখের বেতন চাঁদা নির্ধারনের জন্য তাহার বেতন হিসাবে ধরা হইবে: [আরও শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার বেতন হ্রাস বৃদ্ধি হইলে কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে সেই ভাবেই তাহার চাঁদার হার নির্ধারন করা হইবে।]

(২) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের অর্থ ও হিসাব অধিশাখাকে তাহার মাসিক চাঁদার হার সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যথা:

(ক) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে কর্তব্যরত থাকিলে ঐ মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(খ) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা ঐ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে কর্মে যোগদানের পর প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(গ) প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, যোগদানের মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(ঘ) বিগত বৎসরের ৩০ জুন তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকুরীতে কর্মরত থাকিলে, চলতি বৎসরের জুলাই মাসের চাঁদা তহবিলে জমা প্রদানের মাধ্যমে।

(৩) চাঁদাদাতা কর্তৃক কোন বৎসরের জন্য নির্ধারিত চাঁদা উক্ত বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অপরিবর্তিত থাকিবে: তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতা কোন মাসের অংশ বিশেষ ছুটি কাটাইলে এবং ছুটিকালীন সময়ে চাঁদা কর্তন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, সংশ্লিষ্ট মাসের অবশিষ্ট চাকুরীকালীন সময়ের জন্য তিনি আনুপাতিক হারে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩। চাঁদা আদায়: (১) প্রদেয় চাঁদা বেতন গ্রহণকালে চাঁদাদাতার বেতন হইতে, কর্তনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকুরীর কারণে অন্য কোন উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকেই কর্তৃপক্ষের নিকট চাঁদা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোন চাঁদাদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে চাঁদা প্রদান না করিয়া থাকিলে তাহার বকেয়া চাঁদার মোট অর্থ, সুদসহ, তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় পরিচালক (অর্থ) তাহার বেতন হইতে কিস্তির মাধ্যমে বা অন্যরুপে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, তবে অগ্রিম প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী, বিশেষ কারণে উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকুরীতে থাকাকালীন সময়ে প্রদানযোগ্য চাঁদা কর্তৃপক্ষ চাঁদাদাতার নিকট হইতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। সুদ : (১) বোর্ড এই তহবিলের হিসাবে বাৎসরিক অর্জিত সুদ ও অন্যান্য আয়ের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক চঁদাদাতাকেই তাহার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর সুদ প্রদান করিবে।

(২) জমাকৃত অর্থের উপর, বৎসরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩০শে জুন তারিখে, সংশ্লিষ্ট হিসাবে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সুদ প্রদান করা হইবে,

(ক) পূর্ববর্তী বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে চলতি বৎসরে উত্তোলিত অর্থ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট অর্থের উপর ১২(বার) মাসের সুদ;

(খ) চলতি বৎসরে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থের উপর চলতি বৎসরের প্রথম মাস হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হইয়াছে সেই মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(গ) চলতি বৎসরে চাঁদাদাতার হিসাবে বিভিন্ন মাসে জমাকৃত অর্থের উপর জমা প্রদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ।

(৩) বেতন হইতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে, যে মাসে চাঁদা আদায় করা হইতেছে সেই মাসের প্রথম তারিখে উহা জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা জমার ক্ষেত্রে যদি কর্তৃপক্ষের অর্থ ও হিসাব অধিশাখা কর্তৃক উহা মাসের ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে যে মাসের জন্য গৃহীত হইবে সেই মাসের প্রথম দিন জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যদি উহা ৫(পাঁচ) তারিখের পর গৃহীত হয়, তবে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) বিধি ১৯ এর অধীন প্রদেয় অর্থ এবং উক্ত অর্থের উপর প্রদানকৃত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ প্রাপ্য ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সহকারী পরিচালক (হিসাব) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাহার মনোনীত কোন ব্যক্তিকে জমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করিলে অথবা উক্ত ব্যক্তিকে ডাকযোগে ক্রস চেক প্রেরণ করিলে, যে তারিখে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে বা ক্রস চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ প্রদানযোগ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতা সুদ গ্রহণ না করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সহকারী পরিচালক (হিসাব)-কে লিখিতভাবে অবহিত করিলে, তাহার হিসাবে সুদ জমা করা হইবে না, কিন্তু তিনি তৎপরবর্তী সময়ে সুদ দাবী করিলে, যে বৎসরে সুদ দাবী করা হইবে, সেই বৎসরের ১ জুলাই তারিখ হইতে সুদ জমা করা হইবে এবং প্রদেয় সুদ চাঁদাদাতার হিসাবে পূর্বে জমা হইলেও তাহার সুদ পরিহার করিবার লিখিত অবহিতকরণের ফলে প্রদত্ত সুদ তাহার হিসাবে ডেবিট এবং তহবিল ক্রেডিটকরনের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

(৬) এই বিধিমালার অধীনে জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে সেই একীভূত অর্থের উপর উপ-বিধান (১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

খসড়া

১৫। মনোনয়ন : (১) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানকালে প্রত্যেক চাঁদাদাতা ফরম-১ এ এই মর্মে মহাপরিচালক বরাবর মনোনয়নপত্র পাঠাইবেন যে, তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে অথবা অর্থ প্রদেয় হইয়াছে কিন্তু প্রাপ্তির পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে, তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনীত করিতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকিলে, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভূক্ত হইবেন তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এই ক্ষেত্রে একটি নতুন মনোনয়নপত্র পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), বিপিআই-এর নিকট প্রেরন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান মোতাবেক যদি কেহ একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করেন, তবে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থের কে কত অংশ পাইবেন তাহা মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে মনোনয়নপত্রে এইরুপ কোন উল্লেখ না থাকিলে মনোনীত সকলেই সমহারে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(৩) কোন চাঁদাদাতা যে কোন সময় পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), বিপিআই বরাবর লিখিতভাবে ফরম-২ মোতাবেক নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন: তবে, এইরুপ নোটিশের সহিত একটি নূতন মনোনয়নপত্র প্রেরন করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেকটি বৈধ মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), বিপিআই কর্তৃক গৃহীত হইবার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) কোন চাঁদাদাতা উপ-বিধি (১) অনুসারে মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যুবরন করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারিদেরকে সমহারে প্রদান করা হইবে।

১৬। তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ : (১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে শুধুমাত্র নিজস্ব চাঁদা ও উহার সুদ বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ যে কোন চাঁদাদাতাকে তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে নিম্নবর্ণিত অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) গৃহ নির্মান ও বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে, আবেদনকারী গ্রেড ৯ ও তদুর্দ্ধ কর্মচারী হইলে, মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) মঞ্জুরী প্রদান করিবেন;

(খ) গৃহ নির্মান ও বিশেষ বিবেচনা এবং পরিশোধযোগ্য অগ্রিমের মঞ্জুরী উভয়ের ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক, বিপিআই প্রদান করিবেন।

(৩) আবেদনকারীর আবেদন তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রিমের অর্থ ব্যবহৃত হইবে মর্মে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:

(ক) আবেদনকারীর বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অসুস্থতার চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য;

(খ) আবেদনকারীর বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) আবেদনকারীর নিজের কিংবা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির বিবাহ অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য কোন অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে, মর্যাদা অনুসারে, অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঙ) জীবন বীমার কিস্তি প্রদানের জন্য;

(চ) বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামতের জন্য বা এই উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ছ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবার হজ্জ পালনের জন্য;

(জ) মুসলিম চাঁদাদাতাকে স্ত্রীর দেনমোহরানা পরিশোধের জন্য।

(৪) ফ্ল্যাট ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, আবেদনকারীর নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০%(পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং বিশেষ বিবেচনা ছাড়া প্রথম গৃহীত অগ্রিম ও উহার সুদ পরিশোধের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম দেওয়া যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত না হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চালু থাকাকালীন সময়ে দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয় অগ্রীমের পরিমান আবেদনকারীর দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদানকালে তাহার নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০%(পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না।

(৫) বিশেষ বিবেচনার কারণ উল্লেখ করিয়া চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে এবং একসাথে সর্বোচ্চ তিনটি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি ৩ এর দফা (চ) এ উল্লিকিত বাসগৃহ নির্মাণ/মেরামত এবং ফ্ল্যাট বা জমি ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রিম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:

(ক) এইরুপ অগ্রিমের পরিমান চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাসগৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যাইবে না;

(খ) একই ভূমির উপর গৃহ নির্মানের জন্য একাধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, তবে প্রথম অগ্রিম সুদেমূলে আদায় হইলে উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য দ্বিতীয় বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

(গ) যে জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হইতেছে তাহার মালিকানা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে;

(ঘ) ঋণ পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা যদি সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রয় করেন, তবে বিক্রয়ের সাথে সাথে গৃহীত অগ্রিম ও সুদের অর্থ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৭) অগ্রিমের পরিমান ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ অগ্রিমের জন্য ফরম-৩ এর নির্ধারিত ছকে কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৮) কি কারণে অগ্রিম মঞ্জুর করা হইল এবং অগ্রিমের পরিমান মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরী আদেশে উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণের পরিমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রিমের কিস্তি কর্তনের পর চাঁদাদাতার প্রাপ্য বেতনের পরিমানের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থের পরিমান হিসাব করিবার সময় যে মাসে অগ্রিম মঞ্জুর করা হইতেছে তাহার পূর্ববর্তী তিন মাসে জমাকৃত অর্থ হিসাব করা যাইবে না।

(৯) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর পূর্ণ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে যে কোন প্রকৃত প্রয়োজনে অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবেন। এই ধরণের অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতার নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমান অগ্রিম মঞ্জুরকালে চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না এবং চাঁদাদাতা একাধিক অগ্রিম গ্রহন করিয়া থাকিলেও তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর হইলে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমকে তাহার ইচ্ছানুসারে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রুপান্তর করা যাইবে এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭। অগ্রিম ও উহার সুদ আদায় : (১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যত সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবে, তত সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে উহা আদায়যোগ্য হইবে, চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২(বার) এর কম এবং ৫০(পঞ্চাশ) এর বেশী হইবে না।

(২) বিধি ১২ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্লট বা জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম উহা গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ, প্লট বা জমি ক্রয় অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে তবে সর্বোচ্চ ১২০ কিস্তিতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ছুটিতে থাকিলে বা খোরাকী ভাতা পাইতে থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতিত অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(৫) চাঁদাদাতাকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়কালে চাঁদাদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায় সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১ বৎসর স্থগিত রাকিতে পারিবেন, তবে চাঁদাদাতা বার্ধক্যজনিত কারণে চাকুরীর শেষ প্রান্তে অবস্থান করিলে কর্তৃপক্ষ স্থগিত সময়কাল তাহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৬) গৃহীত অগ্রিমের আসল টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার পর অগ্রিম গ্রহণ ও তাহা পরিশোধিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে মাসিক ভিত্তিতে সুদ আদায় করা হইবে, তবে এইরুপ হিসাবকালে মাসের অংশ পূর্ণ মাস ধরা হইবে।

(৭) কোন চাঁদাদাতা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের উপর কোন সুদ গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষেত্রে, অগ্রিমের জন্য সুদ আদায় করা যাইবে না।

(৮) সাধারণত: মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে সুদ আদায় করিতে হইবে, তবে সুদের পরিমান মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকার চাইতে অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছা অনুসারে একাধিক মাসিক কিস্তিতে আদায় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরুপ ক্ষেত্রে সুদ আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমান মূল অগ্রিম আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমানের চাইতে কম হইতে পারিবে না।

(৯) যদি চাঁদাদাতাকে কোন অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং তিনি উহা উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং পরবর্তীতে উহা পূর্ণ পরিশোধের পূর্বেই অগ্রিম বাতিল হইয়া যায়, তবে উত্তোলিত অগ্রিম বা উহার অপরিশোধিত অংশ এবং বিধি ১৪ এর বিধান মোতাবেক প্রদেয় সুদ সাথে সাথে এই তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় সহকারী পরিচালক (হিসাব) উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তিতে অথবা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেইভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইভাবে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) এই বিধির আওতায় আদায়কৃত সকল অগ্রিম ও সুদের অর্থ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমা করা হইবে।

১৮। বাৎসরিক হিসাব বিবরণী: (১) বৎসর শেষে, যত শীঘ্র সম্ভব, সহকারী পরিচালক (হিসাব) প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে হিসাব বিবরণীর কপি প্রেরণ করিবেন অথবা ই-মেইলে জানাইবেন। উক্ত বিবরণীতে বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের, সমগ্র বৎসরে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থ, ৩০ জুনে সুদ ও বিনিয়োগ বাবদ জমার পরিমান এবং উক্ত তারিখে সমাপনী জের উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি অনুসন্ধান পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:

(ক) চাঁদাদাতা মনোনয়নপত্র প্রেরণ করিয়াছেন কি না অথবা ইতোপূর্বে প্রেরিত মনোনয়নপত্রে কোন পরিবর্তন করিতে আগ্রহী কি না; এবং

(খ) পরিবারের অবর্তমানে ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে মনোনয়নের পরবর্তীতে তাহার কোন পরিবার হইয়াছে কিনা।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উহা সহকারী পরিচালক (হিসাব) এর দৃষ্টিগোচরে আনিবেন এবং পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৯। তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদান, ইত্যাদি: (১) বিধি ২০ এর অধীনে কর্তনকৃত অর্থ (যদি থাকে) ব্যতীত তহবিলে চাঁদাদাতার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ প্রদানযোগ্য হইলে চাঁদাদাতা বা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য বোর্ড লিখিতভাবে জানাইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অথবা তাহার পরিবার অথবা তাহার মনোনীত বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বোর্ডের নিকট উক্ত অর্থ পরিশোধের আবেদন করিলে, বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্য অর্থ অনুমোদন করিবে এবং কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া বোর্ড আবেদনকারীকে উহা পরিশোধ করিবে।

(৩) কোন চাঁদাদাতা চাকুরী পরিত্যাগ করিলে, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর গ্রহণের অনুমতি পাইলে বা যোগ্য কোন চিকিৎসক কর্তৃক চাকুরীর অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এই বিধিমালার অধীনে কোন অর্থ কর্তনযোগ্য হইলে উহা ব্যতীত, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে প্রদান করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর চাঁদাদাতা পুন:বহাল বা পুন:নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর বয়সের মধ্যে পুনরায় চাকুরীতে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ সুদসহ, কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত উপায়ে তহবিলে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে এবং তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদানযোগ্য হইবার পূর্বে বা প্রদানযোগ্য হইলেও প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে:

(ক) পরিবারের কোন সদস্য বা সদস্যদের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে এবং উক্ত মনোনয়ন বলবৎ থাকিলে, মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক, জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টণ করিতে হইবে;

(খ) পরিবারের কোন সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে কোন মনোনয়ন প্রদান করা না থাকিলে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা অবৈধ হইলে বা উহা অকার্যকর হইলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টণ করিতে হইবে:

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের অংশবিশেষের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই উক্ত অংশ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবারের অন্য কোন সদস্য থাকিলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের জমা হইতে কোন অংশ প্রাপ্য হইবেন না যথা:-

(অ) ২৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক পুত্র, যিনি শারীরিক বা মানষিকভাবে অক্ষম নন;

(আ) মৃত পুত্রের ২৫ বৎসরের বেশী বয়স্ক পুত্র, যিনি শারীরিক বা মানষিকভাবে অক্ষম নন;

(ই) বিবাহিত কন্যা, যাহার স্বামী জীবিত এবং যিনি স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন;

(ঈ) মৃত ব্যক্তির মৃত পুত্রের বিবাহিত কন্যা যাহার স্বামী জীবিত, এবং যিনি স্বামীর ভরণপোষণ হইতে বঞ্চিত নন;

[ব্যাখ্যা : মৃত পুত্রের সন্তান এবং সন্তানগণ মৃত পুত্র জীবিত থাকিলে যে অংশ প্রাপ্য হইতেন কেবল ঐ পরিমান অংশই তাহারা সকলেই সমহারে প্রাপ্য হইবেন।]

(৫) চাঁদাদাতার কোন পরিবার না থাকিলে এবং মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, তহবিলে জমাকৃত অর্থ বা জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে, উক্ত অংশ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে প্রদেয় হইবে।

(ক) চাঁদাদাতার কোন পরিবার না থাকিলে বা তিনি কোন মনোনয়ন প্রদান না করিলে বা তহবিলের জমাকৃত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য কোন মনোনয়ন প্রদান করিলে, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যে অংশের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয় নাই, ঐ অংশের অর্থ নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে প্রদেয় হইবে।

২০। কর্তন: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তহবিলের অর্থ চাঁদাদাতাকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থ হইতে বিধি ১১নং এর বিধান অনুসারে তহবিলে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ও উহার সুদের পরিমানের চাইতে অধিক পরিমান নয় এইরুপ অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কর্তনপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে নেওয়া যাইবে, যথা:-

(ক) গুরুতর অসদাচরণের জন্য চাকুরীচ্যুত হইলে, যে কোন পরিমান অর্থ;

তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরীচ্যুতির আদেশ পরবর্তীতে বাতিল হইলে এবং চাকুরীতে পুনর্বহাল হইলে, কর্তনকৃত অর্থ পুনরায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তহবিলে জমা দিতে হইবে;

(খ) বার্ধক্যের কারণে অথবা যথাযথ মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক অক্ষম ঘোষিত হইয়া চাকুরী হইতে পদত্যাগের ক্ষেত্রে ব্যতীত, চাকুরীতে নিয়োগের ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পদত্যাগ করিলে, যে কোন পরিমান অর্থ;

(গ) চাঁদাদাতার কারণে কর্তৃপক্ষের উপর যে কোন দায় বর্তাইলে, যে কোন পরিমান অর্থ।

খসড়া

খসড়া

ফরম-১

[বিধি ১৫ (১) ও (২) দ্রষ্টব্য]

(প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র)

অংশ-ক

(পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন দান)

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্বেও পরিশোধিত না হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্ দ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্য/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান করলাম, যথা:-

নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমান

দুইজন স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবী ও ঠিকানা :

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর :

পূর্ণ নাম :
পদবী :
তারিখ :

অংশ-খ

(পরিবার না থাকিলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান)

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেম পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ২০১৮ এর ------ -তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুয়ায়ী আমার কোন পরিবার নাই। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্বেও পরিশোধিত না হওয়ার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্ দ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিলাম :

নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমান
১				
২				
৩				

দুইজন স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবী ও ঠিকানা :

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর :

পূর্ণ নাম :
পদবী :
তারিখ :

খসড়া

খসড়া

ফরম-২

[বিধি ১৫ (৩)]

(মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ)

আমার ক্ষমতায় কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া এই বিধিমালার বিধান অনুসারে আমার পরিবার হওয়ায়/উপযুক্ত কারণ থাকায় আমি . . . . . তারিখে যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম তাহা এতদ্বারা বাতিল করিলাম।

দুইজন স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবী ও ঠিকানা :

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর :

পূর্ণ নাম :
পদবী :
তারিখ :

খসড়া

ফরম-৩

[বিধি ১৬ (৭) দ্রষ্টব্য]

(প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন ফরম)

প্রাপক :

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

বিষয় : প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম (ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য) গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়,

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে (নং .....) জমাকৃত অর্থ হইতে ..... টাকা অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরী প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

আমি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নাবলীর প্রিতিটির সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছি।

আপনার অনুগত,

স্বাক্ষর
নাম :
পদবী :

তারিখ :

প্রশ্নাবলী

নং	প্রশ্নাবলী	জবাব
১	বিগত ৩০ জুন তারিখে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমান : (হিসাব উইং কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবের স্লীপ সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে ফেরতযোগ্য)	
২	কি কারনে অগ্রিম উত্তোলন করিতে চান : (একাধিক কারন থাকিলে উহা আলাদাভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)	
৩	মূল বেতন (বেতনক্রমসহ)	
৪	পূর্বে কোন অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ : (ক) গৃহীত অগ্রিম কখন সুদসহ সম্পূর্ণ কিস্তিতে পরিশোধিত হইয়াছে- (খ) গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হলে কত কিস্তি বাকি আছে-	
৫	প্রার্থীত অগ্রীমের পরিমান :	
৬	প্রার্থীত অগ্রীম তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকা সুদসহ কিনা :	
৭	কত কিস্তিতে (সুদসহ) অগ্রিম পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক :	
৮	জন্ম তারিখ :	
৯	কর্মকর্তার সুপারিশ :	

স্বাক্ষর
নাম :
পদবী :